তারিখ ...29.1.86... ...
পৃষ্ঠা... ... ...1... কলাম ...6... ...

দৈনিক বাংলা

অফিস আদালতে ধূমপান নিষিদ্ধ করার আহ্বান

গতকাল ঢাকায় একটি হোটেলে ধূমপান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সমিতির প্রথম জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে স্বাস্থ্যের পক্ষে ধূমপানের অপকারিতা ও এ বাবদ অর্থের অপচয়ের কথা তুলে ধরা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী ড. এ মজিদ খান প্রধান অতিথি ছিলেন। খবর বাসসর।

ঢাকা বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ও বক্ষব্যাধি চিকিৎসক ডঃ শামসুল হক অধিবেশনে মূল নিবন্ধ পেশ করেন। যারা ধূমপান করে শুধু তাদের জন্যেই নয়—যারা ধূমপায়ীদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের জন্যেও এটা কেন সমান ক্ষতিকর তিনি তার নিবন্ধে তা ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, সত্যি সত্যি আমরা যদি সুস্থ ও সবল থাকতে চাই, তাহলে ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি ধূমপানের অপকারিতা

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ধূমপান নিষিদ্ধ

(১ম পৃঃ পর)

সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডঃ হক তাঁর নিবন্ধে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দেন। ধূমপান ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা ও হৃদরোগের মত অনেক মারাত্মক ব্যাধির প্রধান কারণ হিসেবে স্বীকৃত।

সমিতির সভাপতি জনাব ফজলে হক তাঁর ভাষণে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

তিনি অফিস-আদালতে ও সকল সরকারী ভবনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা এবং সিগারেটের প্যাকেটের ওপর সাবধানবাণী লিখতে প্রস্তুতকারকদের বাধ্য করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমিতি মেধাবী অধূমপায়ী ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে কনভেনশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র নূরে আলম সিদ্দিকী ও তপন কান্তি ঘোষকে মাসে একশ টাকা করে এক বছরের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়।